International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-VII, Issue-I, January 2021, Page No. 71-79
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v6.i4.2020.1-8

ভারত ও বাংলাদেশে নারী ক্ষমতায়ন: একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

শর্মিলা রায়
স্নাতকোত্তর, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়,কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
Nowadays, the empowerment of women is a progressive and most argumentative issue around the whole world. It is a worldwide concept and not an easy or straightforward process; rather it is a time being process of where awareness, alternatives, resources, voice, agency, and participation are essential for the empowerment of women. Empowerment of women depends on the country's Social, Economic and Political aspects. Half of the population of India and Bangladesh are women and their social, economic and political participation has increased significantly. The purpose of this study is to explore the women empowerment situation and overall development through equal and active participation in the socioeconomic activities in the viewpoint of India and Bangladesh. This study also identified the factors that facilitate the improvement of women empowerment through reviewing the literature and secondary data which focuses on the empowerment of women.

Keywords: Empowerment, Women, Social, Economic, Political

প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত নারী ও পুরুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গঠন করেছে বিশ্বসংসারকে। কিন্তু বিশ্বজোড়া সাফল্যের পিছনে উভয়ের সমান অবদান থাকলেও নারী জাতি তাদের প্রাপ্য সম্মান ও অধিকার থেকে আজও বঞ্চিত। ঔপনিবেশিক সমকাল থেকে অখন্ড ভারতের নারী জাতির অবস্থা খুব একটা সুখকর ছিলনা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় সামাজিক কুসংস্কার, ধর্মীয় গোঁড়ামি, নিপীড়ন ও ধর্মীয় বেড়াজালে নারীরা তাদের অধিকারকে বিসর্জন দিয়ে এসেছে। তাসত্ত্বেও ঔপনিবেশিক সময়ে বিভিন্ন বিপ্লবী কার্যকলাপে মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো।

১৯৩০ এর সময়কাল থেকে বিপ্লবী সংগঠনের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছিল। তৎকালীন সময়েবিভিন্ন কলেজের ছাত্রীরা গুপ্ত সমিতিতে বেশি যোগদান করতো। কল্পনা যোশী(দত্ত) এবং প্রীতিলতা ওয়াদ্দোর চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩১ সালে ১৪ ই ডিসেম্বর দুই স্কুল ছাত্রী শান্তি ঘোষ এবং সুনীতি চৌধুরী কুমিল্লার জেলাশাসক স্টিফেন্সকে গুলিতে ঝাঁজরা করেছেন তারই কামড়ায়। ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বীণা দাস নামে এক তরুণী গভর্নর স্ট্যানলি জ্যাকসনকে গুলি করেন এবং গ্রেফতার হন। ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চট্টগ্রামের পাহাড়তলী ইউরোপিয়ান ক্লাবে আক্রমণ করে ২১ বছর বয়স্কা তরুণী প্রীতিলতা ওয়াদ্দোর এবং তার নেতৃত্বে বিপ্লবীরা বহু ইংরেজকে হত্যা করেন। ধরা পড়ার আগেই তিনি আত্মহত্যা করেন। এইভাবে উজ্জ্বলা মজুমদার, ঊষা সেন প্রমুখরা বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। ১৯৩০-১৯৩২ এ সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে বা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে শিক্ষিতা বাঙালি মেয়েরা অংশগ্রহণ করে।[1]

ঔপনিবেশিক সময়ে বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, সতীদাহ প্রথা, কৌলিন্য প্রথার মত সামাজিক ব্যাধি থাকলেও এই সময়কাল থেকেই ভারতীয় মহিলাদের আত্মবিকাশের ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। এই সময় খ্রিষ্টান মিশনারীরা ভারতীয় মহিলাদের শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। এই সময় রবার্ট মেরী ১৮১৭ সালে চুঁচুড়ায় প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এছাড়াও ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে মিশনারীগণ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। বিধবা ও দরিদ্র মহিলাদের আশ্রয় দান করার জন্য আহমেদবাদে তৈরি হয় শ্রীমহিপত্রমরূপ্রম অনাথ আশ্রমের। পারশী মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য বোম্বাইয়ে তৈরি হয় শ্রী জোরাষ্টিয়ান মন্ডল। বাংলার মহিলারাও এ ব্যাপারে পিছিয়ে ছিল না সরোজনলিনী দেবীর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন স্থানে তৈরি হয় মহিলা সমিতির। এই সমিতিগুলি পর্দা প্রথা ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করা এবং বিধবা বিবাহের উপর জোর দিয়েছিল। ১৯১৪ সালে বাগদায় প্রতিষ্ঠিত Chimanbai Maternity and Child Welfare League মহিলাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল।[2] ১৯১৭সালে মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত Woman's India Association এর উদ্দেশ্যগুলি ছিল-

১. ভারতীয় মহিলাদের ভারতের কন্যা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।
২. সমস্ত বালিকা ও বালকদের প্রাথমিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করা।
৩. বাল্যবিবাহ বন্ধ করা।
৪. মহিলাদের পৌরসভা ও আইন সভায় ভোটদানের অধিকার সুনিশ্চিত করা।
৫. পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করা, ইত্যাদি।

১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত National Council of Women in India ঐ বছরেই International Council of Women (1888) এর স্বীকৃতি পেয়েছিল এর মূখ্য উদ্দেশ্য গুলি ছিল-

১. মহিলাদের প্রতি সমবেদনা করে একতা প্রতিষ্ঠা করা।
২. মহিলাদের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার ও তাদের অধিকারগুলি সুনিশ্চিত করা।
৩. অন্যান্য নারী সংগঠনগুলোর কাজকর্মকে উৎসাহিত করা।
৪. অন্যান্য দেশের নারী সংগঠনগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।[3]

পরবর্তীকালে দেশভাগের মধ্যে দিয়ে দীর্ঘ ১৯০ বছরের ঔপনিবেশিক শাসন থেকে ভারতবর্ষ মুক্তি লাভ করেছে। ১৯৭১ সালে ভাষা আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে মুক্তিলাভ করে সৃষ্টি হয় বাংলাদেশের। এই মুক্তিযুদ্ধের সময়ও নারীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল যেমন- কাঁকন বিবি, তারামন বিবি, শিরিন বানু মিতিল, আশালতা, রওশন আরা প্রমুখ নারী।

একবিংশ শতাব্দীতে ভারত ও বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা উদারনৈতিক অর্থনীতি দ্বারা পরিচালিত হয়ে আসছে। এই প্রেক্ষাপটে দুটি দেশই নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যেটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনামের দাবি রাখে। অন্যদিকে আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে সমাজে নারীর উপর নেতিবাচক প্রভাব, যা সত্যিই উদ্বেগজনক। সমগ্র বিশ্বের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হলেও জীবনের সর্বক্ষেত্রে পুরুষ যে পরিমাণ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করে নারীর পক্ষে তা সম্ভব হয় না। জীবনের অধিকাংশ সময়ই তাকে কন্যা, স্ত্রী, মাতা রূপে সহযোগীর ভূমিকা পালন করতে দেখা যায়। জীবনের সর্বক্ষেত্রে নারীরা পুরুষদের নানাভাবে সাহায্য করে আসছে তাই সবদিক থেকে নারীর ক্ষমতায়ন কতটা প্রয়োজন তা স্বামী বিবেকানন্দের এই মন্তব্যটিতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, 'পাখি যেমন এক ডানায় ভর করে উড়তে পারেনা, তেমনই নারীজাতির অবস্থার উন্নতি না ঘটলে জগতের উন্নতি সম্ভব নয়।' তাই বলা যায়, নারী ক্ষমতায়নের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। নারী ক্ষমতায়নের উপাদানসমূহ United Nations Population Information Network কর্তৃক বিবেচিত হয়েছে। সেগুলি হল-

১. নিজের মূল্য বা যোগ্যতা সম্পর্কে বোধ (Sense of self worth)
২. সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পাওয়ার অধিকার (Right to have and to determine choices)
৩. সুযোগ এবং সম্পদের পাওয়ার অধিকার (Right to have access to opportunities and resources)

৪. গৃহের অভ্যন্তর ও বহির্ভাগ উভয় ক্ষেত্রে তাদের জীবন নিয়ন্ত্রণের অধিকার (Right to have the power to control their ownlives, both within and outside the home)
৫. আরো বেশি সামাজিক, অর্থনৈতিক, জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতার ক্ষেত্রে ন্যায় প্রতিষ্ঠার জন্য সমাজ পরিবর্তনের অভিমুখকে প্রভাবিত করার ক্ষমতা (Ability to influence the direction of social change to create a more just social and economic order; nationality and internationality)[4]

সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারী ক্ষমতায়নের পথ কোনোভাবেই সহজ-সরল ফুল বিছানো ছিল না, আজও নেই। ধর্মীয় গোঁড়ামি, বাল্যবিবাহ, পণপ্রথা, বিবাহ বিচ্ছেদ, বৈধব্য এর মত বিষয়গুলি নারী ক্ষমতায়নের সামাজিক পথকে রুদ্ধ করে তোলে। আর এই সমস্ত সামাজিক বাধা-বিঘ্নের ফলে অনেক ক্ষেত্রেই নারীর শিক্ষা, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যোগদান, বিজ্ঞানমনস্ক হয় জীবনযাপনের পথকে অবরুদ্ধ করে তোলে। সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীর উন্নয়নের ক্ষেত্রে ভারত এবং বাংলাদেশ যুগোপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ভারতবর্ষে নারী জাতির সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে সরকারি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। নারীদের প্রতি বৈষম্য, হিংসা এবং নির্যাতনমূলক ঘটনা দূরীভূত করতে সরকার দায়বদ্ধ। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নারীদের জীবন-যাপন ও তাদের সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ ঘটাতে কর্মক্ষেত্রের পরিবেশ কে নিরাপদ করে তুলতে ভারত সরকার সম্প্রতি বেশ কিছু প্রকল্প হাতে নিয়েছে। নারী সুরক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক এই সমস্ত পদক্ষেপগুলির মধ্যে কয়েকটি হল-

১. ফৌজদারী বিধি (সংশোধন) আইন, ২০১৩
২. কর্মস্থানে নারীদের যৌন হেনস্থা (রোধ, নিষেধ ও প্রতিবিধান) আইন, ২০১৩
৩. গার্হস্থ্য হিংসা থেকে নারীদের রক্ষা আইন, ২০০৫
৪. বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ আইন, ২০০৬
৫. যৌন অপরাধ থেকে শিশুদের রক্ষা আইন, ২০১২
৬. প্রসূতি কল্যাণ সংশোধন বিল, ২০১৩
৭. মাতৃত্বকালীন ছুটি ২৬ সপ্তাহ
৮. নির্ভয়া তহবিলের অধীনে আছে:
(ক) ওয়ান-স্টপ সেণ্টার
(খ) উইমেন হেলপ্ লাইন
(গ) নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে সাইবার অপরাধ দমন।

১৯৯২ সালে গঠিত' মহিলা জাতীয় কমিশন' যে বিষয়গুলির উপর জোর দিয়েছে-
১. নারী সুরক্ষায় সাংবিধানিক ও আইনগত রক্ষাকবচ।
২. উপরোক্ত বিষয়ে আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সুপারিশ প্রদান।
৩. বিভিন্ন অভিযোগের যথাযথ নিষ্পত্তিকরণ।
৪. নারীদের ওপর প্রভাব বিস্তারে সক্ষম এরূপ যে কোন নীতি গ্রহণে সরকারকে উপযুক্ত উপদেশ ও পরামর্শ দান।[5]

বাংলাদেশেও নারীজাতির সামাজিক উন্নতির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় স্তরে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০১৬-২০১৭) অনুযায়ী মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সাথে স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির আলোকে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।
১. নারী ও শিশুর সামাজিক নিরাপত্তা জোরদারকরণ
(ক) ১০ লক্ষ দুস্থ নারীদের প্রতি মাসে ৩০ কেজি হিসেবে খাদ্য সহায়তা (V.G.D) প্রদান।
(খ) ৫ লক্ষ গর্ভবতী মা ও শিশুকে প্রতিমাসে ৫০০ টাকা হারে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান।
(গ) ১ লক্ষ ৮০ হাজার ল্যাকটেটিং মাকে প্রতি মাসে 500 টাকা হারে ভাতা প্রদান।
(ঘ) মাতৃত্বকালীন উপকারভোগীদের ডেটাবেস তৈরী।

২. নারী ও শিশুর সুরক্ষা, নির্যাতন, প্রতিরোধ ও অধিকার প্রতিষ্ঠা

(ক) নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টার ও সেলের মাধ্যমে সেবা প্রদান।

(খ) নির্যাতিত নারী ও শিশুকে মনোসামাজিক কাউন্সিলিং প্রদান।

(গ) বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ।

৩. নারীর ক্ষমতায়ন ও শিশুর বিকাশ

(ক) নারীর ক্ষমতায়নে প্রশিক্ষণ এবং কর্মজীবী মহিলাদের হোস্টেল সুবিধা প্রদান।

(খ) শিশু বিকাশ কেন্দ্র পরিচালনা এবং শিশুর মনন, মেধা ও সাংস্কৃতিক বিকাশ।

(গ) কিশোর-কিশোরী ক্লাব পরিচালনা।

৪. নারী উদ্যোক্তাদের বিকাশ সাধন

(ক) নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ এবং তাদের উৎপাদিত পণ্যের বাজারজাতকরণ সুবিধা প্রদান।

(খ) দেশে-বিদেশে নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শনের আয়োজন।

৫. প্রাতিষ্ঠানিক সমতা বৃদ্ধি

(ক) মাসিক সমন্বয় এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির মাসিক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন।

(খ) আইন, নীতিমালা ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন।

(গ) কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ আয়োজন।[6]

আন্তর্জাতিক স্তরে ও নারীর সামাজিক কল্যাণের ক্ষেত্রে মূলত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে মিলিত কর্মসূচি গ্রহণ করেছে নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে World Economic Forum প্রকাশিত Global Gender Gap Index এর প্রতিবেদন ২০১৬ অনুযায়ী বিশ্বের ১৪৪ টি দেশের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। যেখানে ভারত ও বাংলাদেশের স্থান যথাক্রমে ৮৩ তম এবং ৭২ তম।

অর্থনৈতিক দিক থেকেও নারী কল্যাণের ক্ষেত্রে ভারত ও বাংলাদেশ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে তাদের সাফল্য তুলে ধরতে যথেষ্ট সক্ষম। প্রচলিত ধারণাকে সরিয়ে দিয়ে ভারতের বিপুল সংখ্যক নারী কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করেছে। দেশের শহরাঞ্চলে বহু সংখ্যক নারী কর্ম ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, তথ্যপ্রযুক্তি শিল্পে ৩০ শতাংশ কর্মী মহিলা। গ্রামীন ভারতের কৃষি এবং কৃষিসংক্রান্ত শিল্পখাতে শ্রমিকদের ৮৯.৫ শতাংশ নারী। সামগ্রিক কৃষি উৎপাদন ক্ষেত্রে মোট শ্রমিকের মোটামুটি শতকরা ৫৫ থেকে ৬৬ শতাংশ নারী। ১৯৯১ সালের বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতের দুগ্ধ উৎপাদন শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের ৯৪ শতাংশ নারী। অরণ্য ভিত্তিক শিল্পে নিযুক্ত কর্মীদের ৫১ শতাংশ মহিলা। ২০০৬ সালে বায়োকন এর প্রতিষ্ঠাতা কিরণ মজুমদার শাহ ভারতের সবচেয়ে ধনী নারী নির্বাচিত হন। বায়োকন ভারতের প্রাচীনতম জৈবপ্রযুক্তির কোম্পানিগুলির একটি। ভারতীয় ব্যবসায়ী ললিতা ডি গুপ্তে এবং কল্পনা মোরপাড়িয়া ২০০৬সালে ফোবর্স নির্দেশিত বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী নারীদের (Forbes World's Most Powerful Women) তালিকায় স্থান পেয়েছিল।

১৯৫৬ সালে হিন্দু ব্যক্তিগত আইন (Hindu Personal Laws) নারীদের উত্তরাধিকার সূত্রে সম্পত্তি প্রাপ্তির অধিকার প্রদান করে। বিবাহিতা মহিলা, এমনকি বৈবাহিক জীবনে নিপীড়নের সম্মুখিন মহিলাদেরও তাদের পূর্বপুরুষের বাড়িতে বসবাসের কোনো অধিকার ছিলনা। ২০০৫ সালে হিন্দু আইন সংশোধনের ফলে নারী এখন পুরুষের সমান মর্যাদা ভোগ করে। ১৯৮৬ সালে তালাকপ্রাপ্ত মুসলিম মহিলা শাহবানু মামলায় সুপ্রিম কোর্ট তালাকপ্রাপ্ত মুসলিম মহিলাদের খোরপোশ পাওয়ার অধিকার দেয়। মৌলবাদী মুসলিম নেতারা সিদ্ধান্তটির বিরোধিতা করলে ভারত সরকার মুসলিম মহিলা বিবাহবিচ্ছেদ সম্পর্কিত অধিকার সুরক্ষা আইন (Muslim Women's Protection of Rights Upon Divorce Act) পাস করেন। খ্রিস্টান মহিলারা যাতে সম্পত্তি লাভের ক্ষেত্রে সমানাধিকার ভোগ করতে পারে, ভারতীয় আইন কমিশন ২০১৪ সালে সরকারকে প্রয়োজনীয় আইন পরিবর্তন করতে সুপারিশ করেন।

বাংলাদেশেও অর্থনীতিতে ক্রমশ নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। B.B.S (2016) সমীক্ষা অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৫ কোটি ৩১লক্ষ কর্মজীবীর মধ্যে ১ কোটি ৬২ লক্ষ নারী। বিদেশে বিভিন্ন পেশায় কর্মরত ৭৬ লক্ষ প্রবাসীর মধ্যে ৫৫৮ জন নারী।

জাতীয় শ্রমশক্তির সমীক্ষা অনুযায়ী, বাংলাদেশে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ৮ লক্ষ। U.N.F.P এর ২০১৬ সালের গবেষণায় দেখা যায়, নারীরা পুরুষের তুলনায় বেশি পরিমাণে শহরে কাজ করতে আসছে। ঢাকা শহরে এই হার ১০০ জন পুরুষের বিপরীতে ১৬৭ জন নারী, যেখানে চট্টগ্রামে এই হার ১৬৬ জন।[7] জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (B.M.E.T) সূত্রে জানা যায়, ১৯৯১ সালে ১৭৯ জন নারী শ্রমিক বিদেশে পাঠানোর মধ্যে দিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল। ২০১৬সালের ২৭ শে ডিসেম্বর পর্যন্ত গত ৮ বছরে ৭ লক্ষ ৪৯ হাজার ২৪৯ জন নারী শ্রমিক বিদেশে গিয়েছেন। এই দেশের ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবহারকারীর মধ্যে ৯০ শতাংশ নারী।[8] বাংলাদেশে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা- ২০১১ নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ২৫ নং ধারায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি গ্রহণ করা হয়েছে। যথা-

২৫.১- স্বাস্থ্য, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, জীবনব্যাপী শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, আয় বর্ধক প্রশিক্ষণ, তথ্য ও প্রযুক্তিতে নারীকে পূর্ণ ও সমান সুযোগ প্রদান করা।

২৫.২- উপার্জন, উত্তরাধিকার, ঋণ, ভূমি এবং বাজার ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদের ক্ষেত্রে নারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রদান করা।

আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে উভয় দেশই অর্থনৈতিক দিক থেকে নারীর গুণমান বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। United Nations Development Programme (U.N.D.P) 2016, উন্নয়ন প্রতিবেদনে দুই দেশের নারীদের আয়ের চিত্র পাওয়া গেছে। তাছাড়া, গড় আয়ু, শিশুর অপুষ্টি, পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুর হার, চাকরির নিশ্চয়তা- এইসব সূচকে ভারত ও বাংলাদেশ প্রায় কাছাকাছি রয়েছে। তবে, বাংলাদেশ কিছুটা হলেও ভারতের তুলনায় সামনের সারিতে। এই বিভিন্ন সূচক অনুযায়ী ভারতীয় নারীদের বার্ষিক গড় আয় ২১৮৪ ডলার এবং বাংলাদেশী নারীদের বার্ষিক গড় আয় ২৩৭৯ ডলার। বিশ্ব ব্যাঙ্ক (World Bank) এর হিসেব অনুযায়ী প্রাত্যহিক ১.৯০ ডলার আয় করলেই তাকে গরিব মানুষের তালিকায় ধরা হয় না। ২০১৪ সালের বিশ্ব ব্যাঙ্কের হিসেবে ভারতে ২১.২ শতাংশ এবং বাংলাদেশে ১৮ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করে। Global Hunger Index এর ২০১৭ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, ক্ষুধা, দারিদ্র্য ও অপুষ্টির মাপকাঠিতে বিশ্বের উন্নয়নশীল ১১৯ টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১০০ তম এবং বাংলাদেশ ৮৮ তম স্থানে রয়েছে।[9]

বিশ্বের যে সকল দেশে সবচেয়ে বেশি নারী রাজনীতিবিদ আছেন ভারত ও বাংলাদেশ তাদের মধ্যে অন্যতম। প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলনেতা/নেত্রী সহ বহু গুরুত্বপূর্ণ পদে মহিলারা বিভিন্ন সময় দায়িত্ব সামলেছেন। ভারতের অঙ্গরাজ্য বিহার, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্রিশগড়, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, হিমাচলপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, কেরালা, ঝাড়খন্ড, উড়িষ্যা, ত্রিপুরা ও রাজস্থানে নারীদের জন্য P.R.I (পঞ্চায়েত) গুলিতে ৫০ শতাংশ সংরক্ষণ করা হয়েছে। এই পঞ্চায়েত গুলিতে বেশির ভাগ প্রার্থীই নারী। ২০১৬ সাল পর্যন্ত হিসেবে, ভারতের ২৯ টি অঙ্গ রাজ্যের মধ্যে ১২ টি তে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল দিল্লিতে স্বাধীনতার পর থেকে কমপক্ষে একজন করে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী কার্যভার গ্রহণ করেছেন।ভারতীয় সংবিধানে সকল ভারতীয় নারীকে সাম্য (ধারা-১৪), রাষ্ট্রের দ্বারা কোন বৈষম্যের মুখোমুখি না হওয়া (অনুচ্ছেদ-১৫(১), সমান সুযোগ লাভ (ধারা-২৬)এবং একই কাজের জন্য সমান বেতন (ধারা-৩৯(ডি) এবং ধারা-৪২)লাভের অধিকার দিয়েছে। ১৯৫০ সালে ভারতবর্ষের সার্বজনীন মহিলাদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয়। সংবিধানের ৩২৬ নং ধারায় এই অধিকারটি সন্নিবেশিত রয়েছে। ভারতবর্ষ সংসদীয় গণতন্ত্রের দেশ এবং দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা- লোকসভা এবং রাজ্যসভা। ১৯৬২ সালে লোকসভা নির্বাচনে মহিলাদের ভোটদানের হার ছিলো ৪৬.৬৩ শতাংশ (পুরুষ ৬৩.১৩ শতাংশ), যেটা ১৯৮৪ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৫৮.৬০ শতাংশ (পুরুষ ৬৮.১৮ শতাংশ)। পরবর্তীকালে নারী-পুরুষ ভোটে অংশ গ্রহণের বৈশাদৃশ্য অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে।১৯৬২ সালে নারী এবং পুরুষের মধ্যে ভোটে অংশ গ্রহনের পার্থক্য ছিল ১৬.৭ শতাংশ, ২০০৯ সালে এই পার্থক্য হ্রাস পেয়ে হয় ৪.৪ শতাংশ। Inter-Parliamentary Union (I.P.U) এবং United Nations (U.N) এর "Women in Politics-

2017‘সমীক্ষায় বলা হয়েছে, "Lok Sabha had 64 (11.8 percent of 542 MPs) women MPs. 'As on October 2016, out of total 4118 MLAs across the country, only 9 percent were women' it said."[10]

বাংলাদেশেও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে ‘জাতীয় উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১‘ এর ৩২ নং ধারায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নীতিমালার উল্লেখ রয়েছে। যথা-

৩২.১- রাজনীতিতে অধিক হারে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য প্রচারমাধ্যম সহ রাজনৈতিক দলসমূহকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা।

৩২.২- নারীর রাজনৈতিক অধিকার অর্জন ও প্রয়োগ এবং এর সুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

৩২.৩- রাজনৈতিক দলের অভ্যন্তরে পর্যায়ক্রমে ৩৩ শতাংশ নারী প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।

৩২.৪- নির্বাচনে অধিকহারে নারী প্রার্থী মনোনয়ন দেওয়ার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোকে অনুপ্রাণিত করা।

৩২.৫- নারীর রাজনৈতিক অধিকার আদায় ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন করা এবং তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত ভোটের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

৩২.৬- রাজনীতিতে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের তাগিদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নারী সংগঠনসহ বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহকে প্রচার অভিযান গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা।

৩২.৭- জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সংখ্যা ৩৩ শতাংশে উন্নীত করা ও বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

৩২.৮- স্থানীয় সরকার পদ্ধতির সকল পর্যায়ে বর্ধিত সংরক্ষিত আসনে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

৩২.৯- সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় উচ্চ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নারী নিয়োগ করা।[11]

বাংলাদেশের সংবিধানে নারীর অধিকারের প্রতি এক অসাধারণ স্বীকৃতি। সংবিধান অনুযায়ী, রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে নারী-পুরুষ বৈষম্য করার কোনো সুযোগ নেই। সংবিধানের ২৭ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে,‘সকলে আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী।‘ সংবিধানের ২৮(১) নং অনুচ্ছেদে আছে, ‘কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষ ভেদাভেদ কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করবে না।‘ সংবিধানের ২৮(২) অনুচ্ছেদে আছে ‘রাষ্ট্র ও গণজীবনের সর্বস্তরে নারী পুরুষ সমান অধিকার লাভ করবে।‘ সংবিধানের ২৯(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী,‘প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োগ বা পদ লাভের ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের সমান সুযোগের সমতা থাকবে।‘ সংবিধানের ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে নারীর জন্য জাতীয় সংসদে ৪৫ টি আসন সংরক্ষিত রাখা হয়েছে। সংবিধানের ৯ নং অনুচ্ছেদের অধীনে স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের সমূহের উন্নয়নে নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (B.B.S) এর তথ্য অনুযায়ী, বর্তমান প্রশাসনের শীর্ষ পর্যায়ে ৭.৬ শতাংশ নারী আছেন। তবে উপসচিব থেকে সচিব পর্যায়ে নারীর সংখ্যা ১ শতাংশ বা তারও কম। দেশের সরকারি ও আধা সরকারি প্রতিষ্ঠানে অনুমোদিত পদের সংখ্যা ১০ লক্ষ ৯৬ হাজার ৩৩৪ টি। এর মধ্যে নারীর সংখ্যা ৮৩ হাজার ১৩৩ জন। ১৯৭৪ সালে কর্মক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ ছিল ৪ শতাংশ, বর্তমানে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ৩৩ শতাংশে। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের দিক থেকে বাংলাদেশের নারীরা স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ধীরে ধীরে সাফল্য লাভ করেছে। ১৯৮৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে সরাসরি ভোটে মাত্র ৫ জন নারী সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। বর্তমান সংসদে সর্বমোট ৬৯ জন নারী সংসদ সদস্য হিসেবে সংসদে নারী সমাজের প্রতিনিধিত্ব করছেন। বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং সংসদের বিরোধী দলনেত্রী ও সংসদের স্পিকার প্রত্যেকেই নারী। ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম (World Economic Forum) প্রকাশিত Global Gender Gap-2013 এর প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৩৬ টি দেশের মধ্যে রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে নারীর অংশগ্রহণের বিষয় বিবেচনায় বাংলাদেশের স্থান পৃথিবীর মধ্যে অষ্টম। যা, ১৯৯১ সাল থেকে পর্যায় ক্রমে দুই নেত্রীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে থাকা এবং সংসদে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পেয়ে কুড়ি শতাংশে পৌঁছনোর কারণে সম্ভব হয়েছে।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে ভারত এবং বাংলাদেশ নারীর ক্ষমতায়ন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বৃহদাকার পরিমাণগত পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এই পরিমাণগত পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে দুই দেশের নারী সমাজে গুণগত পরিবর্তন কতটা সম্ভব হয়েছে, তা

অবশ্যই বিচার্য বিষয়। ভারত এবং বাংলাদেশ নারীর সার্বিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ব্যাপক পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে এবং এই সকল ক্ষেত্রে নারীর সক্রিয় ও সফল অংশগ্রহণ সম্ভব হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের ৭৩ তম সংশোধনের আগে স্ব-শাসিত (পঞ্চায়েত) প্রতিষ্ঠানসমূহ মহিলাদের অংশগ্রহণের হার ছিল মাত্র ৪.৫ শতাংশ, ১৯৯২ সালে এই সংশোধনের পর তা বেড়ে হয়েছে ৩৫ শতাংশ। অর্থাৎ, এই পরিসংখ্যান থেকেই বোঝা যায় যে, রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ তাদের ক্ষমতায়নকে অনেকাংশে সুনিশ্চিত করে। আর এই পরিমাণগত পরিবর্তন ঠিক একদিন গুণগত পরিবর্তনের রূপান্তরিত হবে বলে আশা করা যায়। এছাড়াও ভারতীয় সংবিধানের ১৪ থেকে ১৮ নং ধারাতে নারীর অধিকারকে স্বীকার করা হয়েছে। সংবিধানের ১৫ নং ধারাতে সামাজিক ক্ষেত্রে লিঙ্গ বৈষম্য কে অস্বীকার করা হয়েছে। সংবিধানের ১৬ নং ধারাতে সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্যকে অস্বীকার করা হয়েছে। বাংলাদেশের নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ও গুণগত পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে। ১৯৭৪ সালে কর্মক্ষেত্রে নারীর স্থান ছিল মাত্র ৪ শতাংশ, বর্তমানে তা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৩৩ শতাংশ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো- ২০১৬ এর পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশে ৫ কোটি ৩১ লক্ষ কর্মজীবীর মধ্যে ১ কোটি ৬২ লক্ষ নারী। অর্থাৎ, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে পরিমাণগত পরিবর্তনের মধ্যে দিয়েই গুণগত পরিবর্তনের আভাষ পাওয়া যায়। এছাড়াও বাংলাদেশের সংবিধানে ২৭, ২৮(১), ২৮(২), ২৮(৩), ২৯(১), ২৯(৩) নং ধারাতে নারীর অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে নারী ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ভারত ও বাংলাদেশে ব্যাপক পরিবর্তন সম্ভব হলেও, সমাজে অনেকাংশে নারী জাতি আজও শোষিত বঞ্চিত। U.N.I.C.E.F এর 'বিশ্বের শিশুদের অবস্থা- ২০০৯ (State of the World's Children- 2009) প্রতিবেদন অনুসারে, ২০ থেকে ২৪ বছর বয়স্ক ৪৭ শতাংশ ভারতীয় মহিলা ১৮ বছর বয়সের আগেই বিয়ে হয়ে যায়, যা গ্রামাঞ্চলে বৃদ্ধি পেয়ে হয় ৫৬ শতাংশ। সমীক্ষায় আরো দেখানো হয়েছে পৃথিবীর ৪০ শতাংশ বাল্যবিবাহ ভারতে ঘটে থাকে। ভারতের 'জাতীয় অপরাধ নিবন্ধীকরণ বিভাগ' (National Crime Records Bureau) কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, প্রতি ৩ মিনিটে মহিলার বিরুদ্ধে একটি অপরাধের ঘটনা সংঘটিত হয়, প্রতি ২৯ মিনিটে একজন মহিলা ধর্ষিতা হন, প্রতি ৭৭ মিনিটে একজন মহিলার পণপ্রথার শিকার হয়ে মৃত্যু হয় এবং প্রতি ৯ মিনিটে একজন মহিলা তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হন। ভারতবর্ষের নারীদের জন্য পারিবারিক হিংসা থেকে সুরক্ষা আইনের (Protection of Women from Domestic Violence Act) আইনি রক্ষাকবচ থাকা সত্ত্বেও এই ধরনের ঘটনা বন্ধ হয়নি। ১৯৯০ সালে নথিবদ্ধ নারীর বিরুদ্ধে মোট অপরাধের সংখ্যার অর্ধেক কর্মস্থলে নিপীড়ন ও হয়রানি সম্পর্কিত। "Action and U.K'এর একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, ভারতে মোট ৮০ শতাংশ নারী যৌন হয়রানির শিকার হয়েছে, তা সে অনাকাঙ্খিত মন্তব্য, অনভিপ্রেত শারীরিক স্পর্শ বা নির্যাতন যেভাবেই হোক না কেন। অনেক ঘটনায় অভিযোগ আকারে নথিবদ্ধ হয়না। কারণ, নির্যাতিতা তার পরিবার থেকে সমর্থন ও সহমর্মিতা না পাওয়ার আশঙ্কায় ভোগে।

বাংলাদেশ 'জাতীয় শ্রমশক্তি জরিপ' প্রতিবেদন অনুসারে দেশে নারী শ্রমিকের সংখ্যা ৮ লক্ষ ৫০ হাজার, তারা সকলে মজুরি বৈষম্যের শিকার। পুরুষের সমান কাজ করলেও মহিলারা কম পারিশ্রমিক পায়। উদাহরণস্বরূপ, গ্রামাঞ্চলে একই কাজ করে পুরুষ শ্রমিকেরা গড়ে ১৮৪ টাকা পেলেও নারী শ্রমিকেরা ১৭০ টাকা পেয়ে থাকে। বাংলাদেশে সরকারি হিসেব অনুযায়ী ৬০ শতাংশের বেশি নারী তাদের পারিবারিক জীবনে কখনো না কখনো পারিবারিক হিংসার শিকার হয়েছে। এই ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে মামলা হয়েছে মাত্র ৫হাজার ৩ টি, রায় ঘোষণা হয়েছে ৮২০ টি, শাস্তি হয়েছে ১০১ জনের। শতকরা হিসেবে রায় ঘোষণার হার ৩.৬৬ শতাংশ এবং সাজা পাওয়ার হার ০.৪৫ শতাংশ। আর নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল গুলোতে গড়ে মাত্র ৪ শতাংশ অপরাধীর সাজা পায়।ইউনিসেফের (U.N.I.C.E.F) হিসেব অনুযায়ী বাংলাদেশের এ্যাসিড নিক্ষেপের ঘটনা ঘটেছে ১৯৯৬ সালে ৮০ টি, ১৯৯৭ সালে ১১৭ টি, ১৯৯৮ সালে ১৩০ টি এবং ১৯৯৯ সালে ১৬৮ টি, যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। The Institute of Democratic Rights এর হিসেব অনুযায়ী ২০০০ সালের মার্চ মাসেই এ্যাসিড দগ্ধ হয়ে ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

সমাজে নারীর প্রতি গড়ে ওঠা বিদ্যমান সংকট নিরসনে যৌক্তিক বিচার বিবেচনা করেই উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। সমাজের প্রচলিত বিশ্বাস, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি, ঐতিহ্যকে বিবেচনায় না এনে কোন প্রক্রিয়াতেই নারীর ক্ষমতায়ন সম্ভব নয়। সংস্কার বা পরিবর্তন হঠাৎ করে চাপিয়ে দেওয়া কোনো বিষয় নয়, আধিপত্যশীল সংস্কৃতির বিদ্যমান পরিস্থিতির সঙ্গে সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তাই ধীর কৌশলে, অত্যন্ত সচেতনভাবে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। যাতে কারো প্রতি সুবিচার করতে গিয়ে অবিচার না হয়ে পড়ে। গভীরে প্রোথিত শিকড়ে টান না

দিয়ে, মানসিকভাবে নতুন করে ভাবতে, মন- মানসকে প্রস্তুত করতে হবে। এজন্য প্রয়োজন হবে মানসিক পরিবর্তন ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের, যা হঠাৎ করে সম্ভব নয়। সরকারি ও বেসরকারি কর্মকাণ্ডের মধ্যে দিয়ে ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত মানবিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে বৃহত্তর জনমানসে বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সঙ্গে সমন্বয় ঘটিয়ে এগোতে হবে।

তথ্যসূত্র:

1. Pal, Dr. Nibedita, "Political Participation", ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যাণ্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, মে ২০১৬, পৃ. ৩৩-৫০।

2. Barman, Dr. Rup kumar, "Education and Women's Organisations", ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যাণ্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, মে ২০১৬, পৃ. ১৮৩-১৯২

3. তদেব,পৃ.১৮৩-১৯২

4. মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক (ড.) দুলাল, 'লিঙ্গ প্রসঙ্গে বিদ্যালয় ও সমাজ', আহেলি পাবলিশার্স, ৫/১ রামনাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা- ৯, ফেব্রুয়ারী ২০১৭, পৃ. ২১৮

5. তদেব, পৃ. ২২৬

6. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (২০১৬-২০১৭) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ৮ মার্চ, ২০১৭, Website: www.mowca.gov.bd

7. সরকার, শ্যামল, 'নারী ক্ষমতায়নে অগ্রগতি', দৈনিক ইত্তেফাক, ৭ মার্চ, ২০১৭, from- http://www.ittefaq.com.bd/national/2017/03/07/106890.html

8. মিতু, মারুফা, 'বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন', কালের কণ্ঠ, বাংলাদেশ, ১৬ আগস্ট, ২০১৭, from- http://googleweblight.com/i?u=http://kalerkantho.com/print-edition/dhaka-360/2017/08/16/532104&hl=en-IN

9. India 100th on Global Hunger Index, trails North Korea, Bangladesh, THE HINDU, PTI, New Delhi, 12 October 2017, from- https://www.google.co.in/amp/www.thehindu.com/news/national/india-100th-on-global-hunger-index-trails-north-korea-bangladesh/article19846437.ece/amp/

10. Economic Survey 2018: Women's Political Participation in India low, need more, FINANCIAL EXPRESS, PTI, 29 January, 2018, from - https://www.google.co.in/amp/www.financialexpress.com/budget/economic-survey-2018-womens-political-participation-in-india-low-need-more/1035109/lite/

11. নারী অধিকার সংক্রান্ত আইন নীতিমালা ও আমাদের সংবিধান, জাগরণীয়া, বাংলাদেশ, ১২ মার্চ, ২০১৭, from- http://bangla.jagoroniya.com/bangladesh/6652/নারী-অধিকার-সংক্রান্ত-আইন-নীতিমালা-ও-আমাদের-সংবিধান

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

- RKSMVV, JOURNAL OF HUMAN SCIENCES, Multidisciplinary Annual Journal, Vol. 1, No. 1 "Education of Women in India, It's Heritage and Prospect", Maa Kamakshya Printer, Kolkata, November, 2016.
- আলীম, মো: আব্দুল, "নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন", ভোরের কাগজ, বাংলাদেশ, ২৯ শে ফেব্রুয়ারী ২০১৬, from- http://www.bhorerkagoj.net/print-edition/2016/02/29/77882.php
- Mondal, Puja, "*Essay on The Role of Women in Politics*", Your Article Library, from- http://www.yourarticlelibrary.com/essay/essay-on-the-role-of-women-in-politics/31315
- হোসেন, আবুল, "*নারীর ক্ষমতায়ন ও বাংলাদেশ*", পরিবর্তন, Website: www.poriborton.com, ১৬ ই ফেব্রুয়ারী ২০১৬, from- http://m.poriborton.com/abul-hossain/35943

- Beneria, L. 1995. "Towards a Greater Integration of Gender in Economics", World Development, Vol. 23, No. 11.
- Rai, Shirin. 2002. Gender and International Economy: From Nationalism to Globalisation, Policy Press, Cambridge.
- Bagchi, Sanjay K. 2009, Changing Faces of Indian Women, Sarat Book Distributors, Kolkata.
- Rahaman, Khaliur, 2012, Women Empowerment through Decentralized Governance, Narayan Printing, Kolkata.
- Journal – West Bengal Political Science Association/Vol. 17 No. 1 & 2, 2014